শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
অধিশাখাঃ কারিগরি-২
www.moedu.gov.bd

কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে ভর্তি নীতিমালা-২০১৯

২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন ফরেস্ট্রি, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন ফিসারিজ, ডিপ্লোমা ইন লাইভস্টক, ডিপ্লোমা ইন ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি, ডিপ্লোমা ইন মেডিক্যাল টেকনোলজি, ২ বছর মেয়াদি এইচএসসি (বিজনেস ম্যানেজমেন্ট), এইচএসসি (ভোকেশনাল), ডিপ্লোমা ইন কমার্স, সার্টিফিকেট ইন মেরিন ট্রেড এবং ১ বছর মেয়াদি সার্টিফিকেট কোর্সের জন্য নিম্নরূপ **"ভর্তি নীতিমালা-২০১৯"** প্রণয়ন করা হলো।

১.০ **সংজ্ঞা :**

১.১ 'বোর্ড' বলতে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বোঝাবে;

১.২ 'কলেজ' ও 'ইন্সটিটিউট' বলতে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হতে পাঠদানের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত বা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে;

১.৩ 'নির্ধারিত ফরম' বলতে ভর্তির জন্য বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত আবেদন ফরম অর্থাৎ অনলাইনে প্রদর্শিত আবেদন ফরম বোঝাবে;

১.৪ 'শিক্ষার্থী'/'প্রার্থী' বলতে ছাত্র ও ছাত্রী উভয়কে বোঝাবে।

২.০ **শিক্ষাক্রম ও ভর্তির আবেদনের যোগ্যতা :**

শিক্ষাক্রম	ভর্তির যোগ্যতা
২.১ **সরকারি প্রতিষ্ঠান** (৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা) : ২.১.১ ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং (১ম ও ২য় শিফট) **টেকনোলজিসমুহ** ঃ অটোমোবাইল, এয়ারক্রাফট মেইনটেন্যান্স (এ্যারোস্পেস), এয়ারক্রাফট মেইনটেন্যান্স (এভিয়োনিক্স), আর্কিটেকচার, আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন, সিরামিক্স, কেমিক্যাল, সিভিল, সিভিল (উড), কম্পিউটার, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, কন্সট্রাকশন, ডাটা টেলিকমিউনিকেশন এন্ড নেটওয়ার্কিং, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রোমেডিকেল, ইলেকট্রনিক্স, এনভায়রণমেন্টাল, ফুড, ফুটওয়ার, গ্লাস, গ্রাফিক্স ডিজাইন, ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড প্রসেস কন্ট্রোল, লেদার, লেদার প্রডাক্টস অ্যান্ড এক্সেসরিস, মেরিন, মেকট্রনিক্স, মেকানিক্যাল, মাইনিং এন্ড মাইন সার্ভে, পাওয়ার, প্রিন্টিং, রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশন, শিপ বিল্ডিং, সার্ভেয়িং, টেলিকমিউনিকেশন। ২.১.২ ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং (১ম ও ২য় শিফট) টেকনোলজিসমুহ ঃ টেক্সটাইল, গার্মেন্টস ডিজাইন এন্ড প্যাটার্ন মেকিং, জুট । ২.১.৩ ডিপ্লোমা ইন ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি (১ম ও ২য় শিফট)	২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালে দেশের সকল শিক্ষা বোর্ড অথবা বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত এসএসসি / দাখিল/ এসএসসি (ভোকেশনাল)/ দাখিল (ভোকেশনাল)/ সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং ছেলেদের ভর্তির ক্ষেত্রে সাধারণ গণিত বা উচ্চতর গণিতে জিপিএ ৩.০০ সহ কমপক্ষে জিপিএ ৩.৫০ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা এবং মেয়েদের ভর্তির ক্ষেত্রে সাধারণ গণিত বা উচ্চতর গণিতে জিপিএ ৩.০০ সহ কমপক্ষে জিপিএ ৩.০০ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা অথবা **'ও' লেভেলে** যেকোন একটি বিষয়ে 'সি' গ্রেড এবং গণিতসহ অন্য যেকোন দুটি বিষয়ে ন্যূনতম 'ডি' গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে।
২.২ **সরকারি প্রতিষ্ঠান** (৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা) : ২.২.১ ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার ২.২.২ ডিপ্লোমা ইন ফরেস্ট্রি	২০১৫, ২০১৬, ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালে দেশের সকল শিক্ষা বোর্ড অথবা বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত এসএসসি ও দাখিল/এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল)/ সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কমপক্ষে জিপিএ ২.৫০ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা অথবা **'ও' লেভেলে** যে কোন একটি বিষয়ে 'সি' গ্রেড ও গণিতসহ অন্য যেকোন দুটি বিষয়ে নূন্যতম 'ডি' গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে।

শিক্ষাক্রম	ভর্তির যোগ্যতা
২.৩ সরকারি প্রতিষ্ঠান (৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা) : ২.৩.১ ডিপ্লোমা ইন লাইভস্টক ২.৩.২ ডিপ্লোমা ইন ফিসারিজ	২০১৫, ২০১৬, ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালে দেশের সকল শিক্ষা বোর্ড অথবা বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত এসএসসি / দাখিল/ এসএসসি (ভোকেশনাল) / দাখিল (ভোকেশনাল)/ সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কমপক্ষে জিপিএ ২.৫০ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা অথবা **'ও' লেভেলে** যেকোন একটি বিষয়ে 'সি' গ্রেড এবং গণিতসহ অন্য যেকোন দুটি বিষয়ে নূন্যতম 'ডি' গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে এবং জীববিজ্ঞানে জিপিএ ৩.০০ সহ বিজ্ঞান বিভাগে পাসকৃতদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে, তবে মোট জিপিএর ভিত্তিতে মেধা তালিকা করা হবে। সমান জিপিএ প্রাপ্তদের মেধাক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রে জীববিজ্ঞানে প্রাপ্ত জিপিএ বিবেচনায় আনতে হবে।
২.৪ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা) : ২.৪.১ ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং **টেকনোলজিসমুহ :** অটোমোবাইল, এয়ারক্রাফট মেইনটেন্যান্স (এ্যারোস্পেস), এয়ারক্রাফট মেইনটেন্যান্স (এভিয়োনিক্স), আর্কিটেকচার, আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন, সিরামিক্স, কেমিক্যাল, সিভিল, সিভিল (উড), কম্পিউটার, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, কন্সট্রাকশন, ডাটা টেলিকমিউনিকেশন এন্ড নেটওয়াকিং, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রো মেডিকেল, ইলেকট্রনিক্স, এনভায়রনমেন্টাল, ফুড, ফুটওয়ার, গ্লাস, গ্রাফিক্স ডিজাইন, ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড প্রসেস কন্ট্রোল, লেদার, লেদার প্রডাক্টস অ্যান্ড এক্সেসরিস, মেরিন, মেকট্রনিক্স, মেকানিক্যাল, মাইনিং এন্ড মাইন সার্ভে, পাওয়ার, প্রিন্টিং, রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশন, শিপ বিল্ডিং, সার্ভেয়িং, টেলিকমিউনিকেশন। ২.৪.২ ডিপ্লোমা ইন ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ২.৪.৩ ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজিসমুহ : টেক্সটাইল টেকনোলজি, গার্মেন্টস ডিজাইন এন্ড প্যাটার্ন মেকিং টেকনোলজি, জুট টেকনোলজি ২.৪.৪ ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার ২.৪.৫ ডিপ্লোমা ইন ফিসারিজ	২০১০ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত দেশের সকল শিক্ষা বোর্ড অথবা বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত এসএসসি/ এসএসসি(ভোকেশনাল)/ দাখিল/ দাখিল (ভোকেশনাল)/ এসএসসি সমমান পরীক্ষায় কমপক্ষে জিপিএ ২.০০ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা অথবা 'ও' লেভেল উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে।
২.৫ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা) : ২.৫.১ ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল টেকনোলজি : **টেকনোলজিসমুহ :** ডেন্টাল, ইনটিগ্রেটেড মেডিক্যাল, ল্যাবরেটরি মেডিকেল (প্যাথলজি), অপটিক্যাল রিফ্র্যাকশন, নার্সিং, ফার্মেসী, ফিজিওথেরাপী, রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং।	২০১০ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত দেশের সকল শিক্ষা বোর্ড অথবা বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হতে এসএসসি/ সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কমপক্ষে জিপিএ ২.৫০ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা/ 'ও' লেভেল উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে।
২.৬ সরকারি প্রতিষ্ঠান (২ বছর মেয়াদি) : ২.৬.১ এইচএসসি (ভোকেশনাল) : ট্রেডসমুহ : এগ্রোমেশিনারি, অটোমোবাইল, বিল্ডিং কন্সট্রাকশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স, ক্লদিং অ্যান্ড গার্মেন্টস ফিনিসিং, কম্পিউটার অপারেশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স, ড্রাফটিং অ্যান্ড সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স, ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল অ্যান্ড কমিউনিকেশন, ফিস কালচার অ্যান্ড ব্রিডিং, মেশিন টুল অপারেশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স, পোল্ট্রি রিয়ারিং অ্যান্ড ফার্মিং, রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং, ওয়েল্ডিং অ্যান্ড ফেব্রিকেশন, উড অ্যান্ড ডিজাইন	এসএসসি (ভোকেশনাল)/ দাখিল (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা (ক্লাস্টার ভিত্তিক) ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। এক্ষেত্রে পাসের সন শিথিলযোগ্য।

শিক্ষাক্রম	ভর্তির যোগ্যতা
২.৭ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (২ বছর মেয়াদি) : ২.৭.১ এইচএসসি (বিজনেস ম্যানেজমেন্ট) : **স্পেশালাইজেশন** : ব্যাংকিং, হিসাবরক্ষণ, কম্পিউটার অপারেশন, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, সেক্রেটারিয়াল সায়েন্স/মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা। ২.৭.২ ডিপ্লোমা ইন কমার্স ।	২০০৬ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত দেশের সকল শিক্ষা বোর্ড/উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হতে এসএসসি /এসএসসি (ভোকেশনাল) দাখিল/দাখিল (ভোকেশনাল)/ সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে।
২.৮ সরকারি প্রতিষ্ঠান (২ বছর মেয়াদি) : ২.৮.১ সার্টিফিকেট ইন মেরিন ট্রেড : **টেকনোলজি/ট্রেডসমূহ** : মেরিন ডিজেল ইঞ্জিন আর্টিফিসার, শিপ ফেব্রিকেশন, শিপ বিল্ডিং ওয়েল্ডিং, শিপ বিল্ডিং এন্ড মেকানিক্যাল ড্রাফটিং।	২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সনে এসএসসি/ এসএসসি(ভোকেশনাল)/ দাখিল(ভোকেশনাল)/ দাখিল/ সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং সাধারণ গণিত বা উচ্চতর গণিতে জিপিএ ৩.০০ সহ কমপক্ষে জিপিএ ৩.০০ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে।
২.৯ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (১ বছর মেয়াদি) : ২.৯.১ স্কিল সার্টিফিকেট (সরকারি) ২.৯.২ সার্টিফিকেট ইন হেল্‌থ টেকনোলজি এন্ড সার্ভিসেস **টেকনোলজিসমূহ** : ডেন্টাল, ইন্টিগ্রেটেড মেডিকেল, ল্যাবরেটরি মেডিকেল, ল্যাবরেটরি মেডিকেল (প্যাথলজি), মেডিকেল মার্কেটিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, অপটিক্যাল রিফ্রাকশন, প্যারামেডিকেল, প্যাশেন্ট কেয়ার, ফার্মেসী, ফিজিওথেরাপী, রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং।	অনুমোদিত সকল শিক্ষা বোর্ড/ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হতে এসএসসি / এসএসসি (ভোকেশনাল)/ দাখিল/ দাখিল (ভোকেশনাল)/ সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। এক্ষেত্রে পাসের সন শিথিলযোগ্য।

৩.০ ভর্তি কার্যক্রমের সময়সূচি :

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	শিক্ষাক্রম	ভর্তি কার্যক্রমের সময়সীমা	ক্লাশ আরম্ভ
সরকারি	ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং (১ম ও ২য় শিফ্‌ট) ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার ডিপ্লোমা ইন ফিসারিজ ডিপ্লোমা ইন ফরেষ্ট্রি ডিপ্লোমা ইন লাইভস্টক ডিপ্লোমা ইন ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ২ বছর মেয়াদি মেরিন ও শিপ বিল্ডিং ট্রেড সার্টিফিকেট ১ বছর মেয়াদি স্কিল সার্টিফিকেট	ভর্তির সকল কার্যক্রম ১৫/০৫/২০১৯ খ্রিঃ থেকে ১৬/০৬/২০১৯ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ভর্তি সম্পন্ন করতে হবে। তবে আসন শূন্যতা বিবেচনায় অপেক্ষমান তালিকা থেকে মেধাক্রম অনুযায়ী ভর্তির লক্ষ্যে সময় বর্ধিত করা যাবে এবং তা অবশ্যই রেজিস্ট্রেশনের পুর্বে হতে হবে। ৩০ নভেম্বরের মধ্যে রেজিষ্ট্রেশনের কাজ সম্পন্ন করা হবে।	০১/০৮/১৯ বৃহস্পতিবার

বেসরকারি	ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার ডিপ্লোমা ইন ফিসারিজ ডিপ্লোমা ইন ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল টেকনোলজি ১বছর মেয়াদি সার্টিফিকেট ইন হেল্‌থ টেকনোলজি এন্ড সার্ভিসেস	ভর্তির সকল কার্যক্রম ১৫/০৫/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে শুরু করে ২১/০৭/২০১৯ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ভর্তি সম্পন্ন করতে হবে। তবে আসন শূন্যতা বিবেচনায় ভর্তির সময় বর্ধিত করা যাবে এবং তা অবশ্যই রেজিষ্ট্রেশনের পুর্বে হতে হবে। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে রেজিষ্ট্রেশনের কাজ সম্পন্ন করা হবে।	০১/০৮/১৯ বৃহস্পতিবার
সরকারি/ বেসরকারি	এইচএসসি (ভোকেশনাল) এইচএসসি (বিজনেস ম্যানেজমেন্ট) ডিপ্লোমা ইন কমার্স	ভর্তির সকল কার্যক্রম ০৯/০৫/২০১৯ খ্রিঃ থেকে ৩০/০৬/২০১৯ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ভর্তি সম্পন্ন করতে হবে। তবে আসন শূন্যতা বিবেচনায় অপেক্ষমান তালিকা হতে ভর্তির লক্ষ্যে সময় বর্ধিত করা যাবে এবং তা অবশ্যই রেজিষ্ট্রেশনের পুর্বে হতে হবে। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে রেজিষ্ট্রেশনের কাজ সম্পন্ন করা হবে।	১/০৭/১৯ সোমবার

৪.০ **প্রার্থী নির্বাচন পদ্ধতি :**

৪.১ প্রার্থী নির্বাচনে কোন ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে না। কেবলমাত্র এসএসসি বা সমমান পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন করা হবে।

৪.২ ভর্তির জন্য নির্ধারিত আবেদনপত্র অন-লাইনের মাধ্যমে দাখিল করতে হবে। আবেদনের সময় সম্প্রতি তোলা ছবি সংযোজন করতে হবে। ভর্তির জন্য নির্ধারিত আবেদন ফরম বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইট www.bteb.gov.bd এবং www.btebadmission.gov.bd বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পাওয়া যাবে।

৪.৩ সকল ভর্তির কার্যক্রম অবশ্যই রেজিষ্ট্রেশনের পুর্বে সম্পন্ন করা হবে। সকল ধরণের ফর্ম ফিল আপের পুর্বে রেজিষ্ট্রেশনের কার্জ সম্পন্ন হতে/করা হবে।

৪.৪ ২০১৯, ২০১৮ ও ২০১৭ সালে এসএসসি পাসকৃত ছাত্র/ছাত্রীদের ক্ষেত্রে জিপিএ ৫.০০ প্রাপ্ত সকল বিষয়ের ওপর সর্বোচ্চ ৬৮ গ্রেড পয়েন্ট ধরে প্রাপ্ত জিপিএ এর ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারণ করতে হবে (১৪ বিষয়ের প্রতি বিষয়ে গ্রেড পয়েন্ট ৫ হিসেবে ১৪×৫=৭০ হওয়ার কথা। কিন্তু চতুর্থ বিষয়ে ২ পয়েন্ট বাদ দেয়ার কারণে সর্বোচ্চ পয়েন্ট ৬৮ উল্লেখ করা হয়েছে)। ২০১৬ সালে এসএসসি পাসকৃত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত সকল বিষয়ের ওপর সর্বোচ্চ ৫৩ গ্রেড পয়েন্ট ধরে প্রাপ্ত জিপিএ এর ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারণ করতে হবে (১১ বিষয়ের প্রতি বিষয়ে গ্রেড পয়েন্ট ৫ হিসেবে ১১×৫=৫৫ হওয়ার কথা। কিন্তু চতুর্থ বিষয়ে ২ পয়েন্ট বাদ দেয়ার কারণে সর্বোচ্চ পয়েন্ট ৫৩ উল্লেখ করা হয়েছে)। ২০১৫ সালে এসএসসি পাসকৃত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত সকল বিষয়ের ওপর সর্বোচ্চ ৪৮ গ্রেড পয়েন্ট ধরে প্রাপ্ত জিপিএ এর ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারণ করতে হবে (১০ বিষয়ের প্রতি বিষয়ে গ্রেড পয়েন্ট ৫ হিসেবে ১০×৫=৫০ হওয়ার কথা। কিন্তু চতুর্থ বিষয়ে ২ পয়েন্ট বাদ দেয়ার কারণে সর্বোচ্চ পয়েন্ট ৪৮ উল্লেখ করা হয়েছে)। এক্ষেত্রে ৬৮ পয়েন্ট ও ৫৩ পয়েন্ট কে ৪৮ পয়েন্টর সাথে সমতুল্য করে হিসাব করা হবে। সাধারন শিক্ষা বোর্ডের পয়েন্ট ,উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএসসির পয়েন্ট , মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পয়েন্ট ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের পয়েন্ট এবং 'ও' লেভেলের পয়েন্ট সমতুল্য করে মেধাক্রম নির্ধারণ করা হবে।

৪.৫ ভর্তির ক্ষেত্রে সমান জিপিএ প্রাপ্তদের মেধাক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাধারণ গণিত অথবা উচ্চতর গণিত/ বিজ্ঞানে প্রাপ্ত জিপিএ বিবেচনায় আনা হবে।

৪.৬ নীতিমালার ৪.৫ অনুচ্ছেদের আলোকে প্রার্থী নির্বাচন করা সম্ভব না হলে পর্যায়ক্রমে ইংরেজি, পদার্থ বিজ্ঞান বা রসায়নে অর্জিত গ্রেড পয়েন্ট বিবেচনায় আনতে হবে।

৪.৭ ৪.৪ থেকে ৪.৬ অনুচ্ছেদের আলোকে মেধাক্রম নির্ধারণ করা সম্ভব না হলে বর্ণিত একই নিয়মে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হবে।

৪.৮ প্রার্থীকে আবেদনের নির্ধারিত স্থানে পছন্দ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান এবং টেকনোলজি / স্পেশালাইজেশন / ট্রেড সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। তবে যে কোন প্রতিষ্ঠান এবং যে কোন টেকনোলজি পছন্দ হিসেবে নির্বাচনের সুযোগ থাকলে তা নির্বাচন করা যাবে।

৪.৯ আবেদন ফরমে উল্লিখিত পছন্দের ভিত্তিতে এবং মেধা ও কোটার অনুসরণে প্রথম পর্বে / প্রথম বর্ষে ভর্তি করা হবে।

৪.১০ সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ভর্তি কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ভর্তি কার্যক্রমের সার্বিক সমন্বয় সাধন করবে।

৪.১১ ভর্তির জন্য নির্ধারিত তারিখের মধ্যে আসন সংখ্যা পূরণ না হলে অপেক্ষমান তালিকা হতে সময়সূচি অনুযায়ী শূন্য আসনে কোটা ও মেধার ক্রমানুসারে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। অপেক্ষমান তালিকা হতে ভর্তির জন্য নির্ধারিত তারিখের পরেও যদি আসন শূন্য থাকে, তবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, জনশক্তি ও কর্মসংস্থান ব্যুরো, বস্ত্র পরিদপ্তর, হ্যান্ডলুম বোর্ড, রাজশাহী জেলা পরিষদ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সাথে যোগাযোগ করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪.১২ এসএসসিসহ ২ (দুই) বছর মেয়াদি ট্রেড কোর্সে উত্তীর্ণ প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারবে। তবে আবেদন ফরম জমা দেয়ার শেষ তারিখে বয়সসীমা অনুর্ধ্ব ২২ বছর হতে হবে। এসএসসি ও ট্রেড পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর/গ্রেড এর ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন ও ট্রেড সংশ্লিষ্ট টেকনোলজিতে ভর্তি করা হবে

৪.১৩ ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনায় তাৎক্ষনিক কোনরূপ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪.১৪ অন-লাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে ১৫০/-(একশত পঞ্চাশ) টাকা ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিঃ (রকেট), রুপালী ব্যাংক (শিওরক্যাশ), ব্রাক ব্যাংক (বিকাশ) এর মাধ্যমে জমাদান সাপেক্ষে পছন্দক্রম অনুযায়ী সর্বোচ্চ ১০টি (দশ)টি টেকনোলজি/ট্রেড-এ আবেদন করা যাবে। অন-লাইনে প্রতি শিফটের জন্য মাত্র একবারই আবেদন করা যাবে।

৫.০ এইচএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমে ভর্তির পদ্ধতি :

৫.১ ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির জন্য অন-লাইনে আবেদন করতে হবে।

৫.২ অন-লাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে ১৫০/-(একশত পঞ্চাশ) টাকা ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিঃ (রকেট), রুপালী ব্যাংক (শিওরক্যাশ), ব্রাক ব্যাংক (বিকাশ) এর মাধ্যমে প্রদান সাপেক্ষে পছন্দক্রম অনুযায়ী আবেদন করা যাবে।

৫.৩ এসএসসি (ভোকেশনাল)/দাখিল(ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমে প্রচলিত বিভিন্ন ট্রেডের উপর ভিত্তি করে এইচএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের জন্য ক্লাস্টার (সংশ্লিষ্ট) ট্রেডে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে।

৬.০ ভর্তির ক্ষেত্রে কোটা পদ্ধতি :

৬.১ ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে (সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য) :

৬.১.১ মুক্তিযোদ্ধা সন্তান/সন্তানের সন্তানদের জন্য ৫%, প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য ৫% এবং এসএসসি (ভোকেশনাল) উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য ১৫% এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর,

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এবং স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক/ কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সন্তানদের জন্য ২% আসনে মেধানুযায়ী (পছন্দক্রমে) শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে।

৬.১.২ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে তাদের মেধা এবং পছন্দ অনুযায়ী টেকনোলজি/ট্রেড বন্টন করতে হবে। এসএসসি ও ট্রেড পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর/গ্রেড এর ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন ও ট্রেড সংশ্লিষ্ট টেকনোলজিতে ভর্তি করা হবে।

৬.১.৩ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে মেয়েদের ২০% কোটা সংরক্ষিত থাকবে। তবে শর্ত থাকে যে, যোগ্য ছাত্রী না পাওয়া গেলে তা ছাত্রদের দিয়ে পূরণ করা যাবে (শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পত্র সূত্র নং-শাঃ১৫/TVET Project ৭-২/২০১০-১৪৩ তারিখঃ ২৮/০৪/২০১৪) এবং অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত মহিলা ১০%, ক্ষুদ্র ও নৃ-গোষ্ঠী ঢাকা, চট্টগ্রাম, কাপ্তাই পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে প্রতিটিতে ৪টি করে আসন ও অন্যান্য ইন্সটিটিউটে ২টি (মেরিন ইন্সটিটিউটে প্রতিটি গ্রুপে ১টি) করে আসন সংরক্ষিত থাকবে।

৬.১.৪ এসএসসিসহ ২(দুই) বছর মেয়াদি ট্রেড কোর্সে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫% আসন সংরক্ষিত থাকবে। তবে শর্ত থাকে যে, যোগ্য আবেদনকারী না পাওয়া গেলে তা মেধা তালিকা থেকে পূরণ করা যাবে

৬.১.৫ BMET এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রবাসী শিক্ষার্থীদের কোটা BMET এর বিধি প্রযোজ্য হবে।

৭.০ ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন ফিসারিজ, ডিপ্লোমা ইন ফরেস্ট্রি, ও ডিপ্লোমা ইন লাইভস্টক এর ক্ষেত্রে (সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য) :

৭.১ প্রার্থীদেরকে প্রথম পর্বে মেধা ও কোটা ভিত্তিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। তবে ভর্তির সময় মূল নম্বরপত্র/ ট্রান্সক্রিপ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জমা দিতে হবে।

৭.২ এসএসসি বা সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের মেধাভিত্তিতে সকল জেলাসমূহ থেকে ভর্তির জন্য প্রার্থী বাছাই করা হবে। সাধারণ মেধা তালিকা প্রণয়নকালে উপজাতি, পুরুষ ও মহিলা নির্বিশেষে মেধা বিবেচনা করা হবে।

৭.৩ ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন ফিসারিজ, ডিপ্লোমা ইন ফরেস্ট্রি ও ডিপ্লোমা ইন লাইভস্টক ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত ভর্তি সংক্রান্ত সকল কোটা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

৭.৪ ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন ফিসারিজ, ডিপ্লোমা ইন ফরেস্ট্রি ও ডিপ্লোমা ইন লাইভস্টক শিক্ষাক্রমের ক্ষেত্রে ভর্তি ইচ্ছুক প্রার্থীদের অন-লাইন এর মাধ্যমে আবেদন পত্র দাখিল করতে হবে।

৮.০ ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে (সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য) :

৮.১ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০৩/০৪/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ, ৫৭.০০.০০০০.০৫২.৩৩.০০১.১৭-২৭১ স্মারকমূলে শুধুমাত্র ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং (টেক্সটাইল ও জুট টেকনোলজি) কোর্সে ভর্তি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম বস্ত্র অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পন্ন হবে।

৮.২ সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে মহিলাদের জন্য ১০% আসন, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য প্রতিটি ইন্সটিটিউটে ২টি করে আসন, মুক্তিযোদ্ধা সন্তান/সন্তানের সন্তানদের জন্য ৫% আসন, বস্ত্র অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত টেক্সটাইল ভোকেশনাল প্রতিষ্ঠান হতে এসএসসি (ভোকেশনাল) উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য ৩০% আসন সংরক্ষিত থাকবে এবং উক্ত আসনে মেধানুযায়ী আবেদন ফরমে বর্ণিত পছন্দের ভিত্তিতে টেকনোলজি বন্টন করতে হবে

৯.০ এনরোলমেন্ট ও ইমার্জিং টেকনোলজি সংযোজন :

৯.১ বিশ্ব চাহিদার নিরিখে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইমার্জিং টেকনোলজিসমূহ অন্তর্ভূক্তির বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করতে হবে।

৯.২ কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রে ২০২০ সাল নাগাদ ২০% এনরোলমেন্ট অর্জনে সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী ভর্তির বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখতে হবে।

১০.০ ভর্তি কমিটি, অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা :

১০.১ সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা ও সমন্বয়ের জন্য বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড একটি কমিটি গঠন করবে।

১০.২ গঠিত কমিটি ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা ও ব্যয় নির্বাহ এর বিষয়ে সুপারিশ করবে।

১০.৩ ভর্তি কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য কারিগরি শিক্ষা বোর্ড প্রয়োজনী উপ কমিটি গঠন করতে পারবে।

১১.০ ভর্তি সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যক্রম :

১১.১ মুক্তিযোদ্ধা সন্তান/সন্তানের সন্তানদের সনাক্তকরণের জন্য মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে এবং প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে সমাজসেবা অধিদপ্তর হতে প্রদত্ত সনদপত্র দাখিল করতে হবে।

১১.২ ক্ষুদ্র ও নৃ-গোষ্ঠী প্রার্থীদের প্রমাণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র জমা দিতে হবে।

১১.৩ সরকার নির্ধারিত সকল কোটায় প্রচলিত বিধি অনুযায়ী ভর্তির পর কোন আসন শূন্য থাকলে তা সাধারণ মেধা তালিকা হতে পূরণ করা যাবে।

১১.৪ ভর্তির সময় সকল প্রার্থীকে তাদের এসএসসি/ সমমান পরীক্ষা পাশের প্রমাণ হিসেবে বোর্ড হতে প্রদত্ত মূল নম্বরপত্র/ ট্রান্সক্রিপ্ট সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জমা দিতে হবে এবং নিবন্ধনভূক্তির সময় হার্ড কপির সাথে মূল নম্বরপত্র/ ট্রান্সক্রিপ্ট বোর্ডে জমাপ্রদান করতে হবে এবং শিক্ষাক্রমের সর্বশেষ পরীক্ষা পর্যন্ত উল্লিখিত মূল নম্বরপত্র/ ট্রান্সক্রিপ্ট সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জমা থাকবে। এ সময়ের মধ্যে কোন প্রার্থী উক্ত নম্বরপত্র/ ট্রান্সক্রিপ্ট ফেরত চাইলে প্রতিষ্ঠান তার ভর্তি বাতিল করে তা ফেরত দিতে পারবে।

১১.৫ ভর্তিকৃত কোন শিক্ষার্থী ক্লাস শুরুর ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে ক্লাসে যোগদান করতে ব্যর্থ হলে তার ভর্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। উক্ত শূন্য আসনসহ মোট খালি আসনে পরবর্তী ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে অপেক্ষমান তালিকা হতে মেধা ও পছন্দ ক্রমানুসারে পূরণের ব্যবস্থা করা যাবে। এক্ষেত্রে অপেক্ষমান তালিকা হতে সর্বোচ্চ তিন স্তরে মেধাক্রম আনুযায়ী ভাগ করে ২ দিন পর পর আগে পছন্দ নির্বাচন করা সাপেক্ষে আগে ভর্তির সুযোগ প্রদান করা হবে।

১১.৬ ডিপ্লোমা প্রথম পর্বে প্রতি গ্রুপ ও প্রতি টেকনোলজিতে ৫০ জন (ড্রপআউটসহ) শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে।

১১.৭ এইচএসসি (ভোকেশনাল)/এইচএসসি (বিজনেস ম্যানেজমেন্ট) প্রতি পর্বে প্রতি ট্রেডে/স্পেশালাইজেশন এ ৫০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে।

১১.৮ ভর্তির জন্য নির্বাচিত প্রার্থীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মেডিক্যাল অফিসার বা সিভিল সার্জন কর্তৃক মনোনিত মেডিক্যাল অফিসার দ্বারা শারীরিক যোগ্যতার সনদ দাখিল করতে হবে। এ জন্য প্রার্থীকে ১০০/- (একশত) টাকা ফি প্রদান করতে হবে।

১১.৯ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার সময় শিক্ষার্থীকে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড নির্ধারিত নিবন্ধন ফি প্রদান করতে হবে। ক্লাস আরম্ভের তারিখ হতে ৪৫ দিনের মধ্যে অন-লাইন নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

১১.১০ ভর্তি নীতিমালা-২০১৯ এর আলোকে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড প্রয়োজনীয় ভর্তি নির্দেশিকা জারি করবে।

১১.১১ বেসরকারি হতে সরকারি প্রতিষ্ঠানে অথবা সরকারি টিএসসি হতে সরকারি পলিটেকনিক এ বদলী হতে পারবেনা।

১১.১২ বাংলাদেশ সরকারের বিদেশি ছাত্র ভর্তি নীতিমালা অনুসরণপূর্বক বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুমতি সাপেক্ষে যে কোন প্রতিষ্ঠান ন্যূনতম ০৫ জন বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তি করতে পারবে।

১১.১৩ 'ও' লেভেল হতে যারা পাস করেছে তাদের নম্বর সনদ সাধারন শিক্ষা বোর্ড থেকে এসএসসি এর সমমান করে মেধাক্রম অনুসারে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হবে।

১২.০ ভর্তি ও ফি :

১২.১ অন-লাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিঃ (রকেট), রূপালী ব্যাংক (শিওরক্যাশ), ব্র্যাক ব্যাংক (বিকাশ) এর মাধ্যমে জমাদান সাপেক্ষে পছন্দক্রম অনুযায়ী এক বা একাধিক প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ ১০ (দশ) টি টেকনোলজি/ট্রেড/স্পেশালাইজেশন -এ আবেদন করা যাবে। অন-লাইনে প্রতি শিফটের জন্য মাত্র একবারই আবেদন করা যাবে। তবে অতিরিক্ত পছন্দ যে কোন প্রতিষ্ঠান ও যে কোন বিষয় নির্বাচন করা যাবে।

১২.১.১ ডিপ্লোমা পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত হারে ফি প্রযোজ্য হবে।

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকা	মন্তব্য
১.	রেজিস্ট্রেশন ফি	২০০/-	বোর্ডের প্রাপ্য
২.	রোভার স্কাউট ফি	১৫/-	
৩.	রেডক্রিসেন্ট ফি	২০/-	

সরকারি পলিটেকনিক ও সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজসমূহে ভর্তির জন্য ১১২৫/- টাকা এবং অন্যান্য সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তি জন্য ২৩৫/- টাকা এসএমএস এর মাধ্যমে প্রদান সাপেক্ষে ভর্তি নিশ্চায়ন করতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে, কোন শিক্ষার্থীর পাঠ বিরতি থাকলে, বিলম্বে ভর্তি হলে এবং শাখা/বিষয় পরিবর্তন করলে তার নিকট হতে উপরিউক্ত ফি এর অতিরিক্ত ফি গ্রহণ করা যাবে।

১২.১.২ এইচ এস সি /সমমান শিক্ষা ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত হারে ফি প্রযোজ্য হবে।

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকা	মন্তব্য
১.	রেজিস্ট্রেশন ফি	১২০/-	বোর্ডের প্রাপ্য
২.	ক্রীড়া ফি	৩০/-	
৩.	রোভার/রেঞ্জার ফি	১৫/-	
৪.	রেডক্রিসেন্ট ফি	২০/-	
৫.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফি	০৭/-	
৬.	বার্ষিক ক্রীড়া মঞ্জুরী ফি	২০০/-	প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্য

১৯২/- টাকা এসএমএস মাধ্যমে প্রদান সাপেক্ষে ভর্তি নিশ্চায়ন করতে হবে।

১২.২ (১) সেশন চার্জসহ ভর্তি ফি সর্বসাকুল্যে মফস্বল/পৌর (উপজেলা) এলাকায় ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা, পৌর (জেলা সদর) এলাকায় ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা/ঢাকা ব্যতিত অন্যান্য মেট্রোপলিটন এলাকায় ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকার বেশি হবে না।

(২) ঢাকা মেট্রোপলিটান এলাকায় অবস্হিত এমপিওভূক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার অতিরিক্ত অর্থ আদায় করতে পারবে না। ঢাকা মেট্রোপলিটান এলাকায় অবস্থিত আংশিক এমপিওভূক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন এবং এমপিও বহির্ভূত শিক্ষকদের বেতন ও ভাতা প্রদানের জন্য শিক্ষার্থী ভর্তির সময় মাসিক বেতন, সেশন চার্জ ও উন্নয়ন ফিসহ বাংলা মাধ্যমে ৯,০০০/- (নয় হাজার) টাকা এবং ইংরেজি ভার্সনে সর্বোচ্চ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা গ্রহণ করতে পারবে। উন্নয়ন খাতে কোন প্রতিষ্ঠান ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকার বেশি আদায় করতে পারবে না।

(৩) দরিদ্র, মেধাবী ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ভর্তিতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে উল্লিখিত ফি যতদূর সম্ভব মওকুফের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(৪) রেজিস্ট্রেশন ফি এবং আনুসঙ্গীক ফি এর সমূদয় অর্থ ভর্তির আবেদনের সাথে পরিশোধযোগ্য।

১৩.০ **ভর্তির বিষয়ে প্রচার কার্যক্রম :**

১৩.১ ভর্তি কার্যক্রমের প্রচারের নিমিত্ত রেডিওতে প্রচার, টেলিভিশনে প্রচার, স্থানীয় কেবল নেটওয়ার্কে প্রচার, স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, পোস্টার/লিফলেট বিতরণ ও এলাকায় ব্যাপক মাইকিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৩.২ প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ জেলা প্রশাসকের মাসিক সমন্বয় সভায় যোগদান করে কারিগরি শিক্ষায় ভর্তি নিশ্চিত করণে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করবেন।

১৩.৩ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কেন্দ্রীয়ভাবে ভর্তির প্রচারনা চালাবে।

১৩.৪ প্রচারনা সংক্রান্ত একটি কমিটি গঠন করে প্রচারনা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

১৪.০ **নীতিমালার কার্যকারিতা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা :**

১৪.১ দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে এ নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

১৪.২ শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে এ নীতিমালার কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটানো হলে বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পাঠদানের অনুমতি বা স্বীকৃতি বাতিলসহ প্রতিষ্ঠানটির এম.পি.ও. ভূক্তি বাতিল করা হবে।

১৪.৩ সরকারি কারিগরি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ নীতিমালায় কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটানো হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

১৫.০ **ভর্তি সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্যাবলি :**

১৫.১ ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাবলী বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইট (www.bteb.gov.bd এবং www.btebadmission.gov.bd এবং সংশ্লিষ্ট কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের /অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/ প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট হতে সংগ্রহ করা যাবে।

১৫.২ ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষ হতে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত সকল শিক্ষাক্রমের ভর্তি কার্যক্রম শুধুমাত্র অনলাইনে এবং শিক্ষার্থীদের এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ এর ভিত্তিতে সম্পন্ন করা হবে।

১৫.৩ যে সকল শিক্ষার্থী বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবে তাদের মধ্যে যারা এ দেশের অন্য কোন বোর্ডের আওতাধীন অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি থাকবে, ঐ সকল শিক্ষার্থীদের অন্য বোর্ডের ভর্তি বুয়েট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে বাতিলের ব্যবস্থা করা যাবে।

১৫.৪ ভর্তি সংক্রান্ত নীতিমালার আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পরিপত্র জারি করবে।

২১.৪.২০১৯

(মোঃ আলমগীর)
সচিব
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

২৭/০৪/১৯

(সাহেলা আক্তার)
উপ-সচিব (কারিগরি-২)